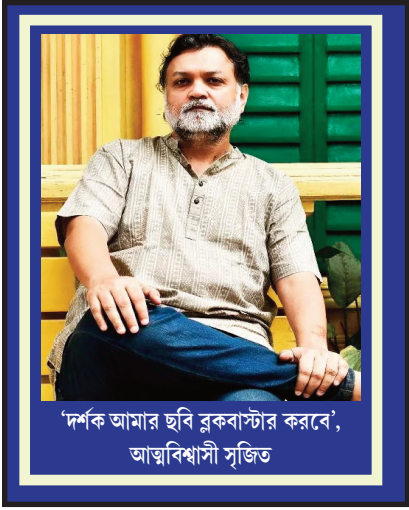
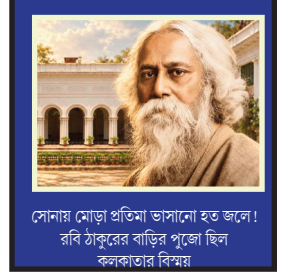




বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



১৪ আশ্বিন ১৪৩৩। শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬০০ সংখ্যা ১৮পাতা

২০ হাজার সেনা, ৩
বিমানবাহী রণতরী!
ইরানে 'চতুরঙ্গ' বাহিনী
পাঠাচ্ছেন ট্রান্স্প



মায়াবি নীল চোখ, ৫৫৬
কিমি পাড়ি দিয়ে দেৱাদুন
পৌঁছল বিরল সাদা বাঘ
'তেজস'



জোর করে সম্পত্তি দখল নয়!
চাইলেই সন্তানকে উচ্ছেদ
করতে পারবেন মা-বাবা, বড়
রায় দিল্লি হাই কোর্টের



সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে রাজ্যজুড়ে মেগা জরিপ নবান্নের



নয়া জামানা : সরকারি জমির জবরদখল রুখতে এবার চূড়ান্ত পদক্ষেপ করতে চলেছে নবান্ন। খাতায়-কলমে সরকারের হাতে ঠিক কতটা জমি রয়েছে এবং বাস্তবে সেই জমির বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা খতিয়ে দেখতে বিশাল মাপের জরিপ বা সার্ভে শুরু করছে প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে থাকা সরকারি জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার বিস্তারিত অভিযোগ আসছিল। সেই জমি ফের নিজেদের আয়ত্তে আনতে রীতিমতো আটখাট বৈধে ময়দানে নামছে রাজ্যের ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে ডিরেক্টরেট নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের প্রতিটি জমি কোথা থেকে শুরু হচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে তা শেষ হচ্ছে, তার নিখুঁত সীমানা নির্ধারণ করতেই এই মেগা জরিপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, উদ্ধার হওয়া জমির দখল বজায় রাখতে সীমানা বরাবর পাকাপাকিভাবে খুঁটি বা পিলার বসানোর সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়েছে। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসনিক মহলে একটি জল্পনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সরকারি জমি দখলমুক্ত করার এই অভিযানে কি তবে ফের বিভিন্ন প্রান্তে বুলডোজার নামাতে চলেছে সরকার? প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের তথ্য-ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ সরকারি জমির উল্লেখ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে সেই জমির এক বিরাট অংশের অস্তিত্ব নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। অভিযোগ, রাজ্যের একাধিক দফতরের আওতাধীন জমি বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকায় তা ধীরে ধীরে স্থানীয় দখলদারদের গ্রাসে চলে গিয়েছে। আবার এমন ঘটনাও সামনে এসেছে, যেখানে রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট দফতরের জমি অন্য কোনও দফতর বা সরকারি সংস্থার দখলে চলে গিয়েছে। জমি নিয়ে এই চরম বিশৃঙ্খলা এবং নজরদারির অভাব দূর করতে নবান্নের শীর্ষমহলের দ্বারস্থ হয়েছিল একাধিক দফতর। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই এবার রাজ্যজুড়ে প্রতিটি সরকারি জমি পরিমাপের কাজে হাত দিল সরকারি জমি গিয়েছে, শুধুমাত্র ফাঁকা জমি বা প্লট নয়, এই জরিপের

আওতায় থাকছে রাজ্য সরকারের প্রতিটি অফিস এবং অন্যান্য পরিকাঠামো থাকা জমিও। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের প্রতিটি রাস্তা, রেললাইন, খাল এবং বাঁধের রেখা বরাবর নিখুঁতভাবে পরিমাপ করে তা নথিভুক্ত করা হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে ডিরেক্টরেটের তরফে ইতিমধ্যেই রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল বা দরপত্র ডাকা হয়েছে। মূলত বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিয়োগ করে জরিপের কাজ করানো হবে। এর ফলে সরকারি জমির সঠিক অবস্থান, আকার এবং সীমানা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাইছে নবান্ন। সনাক্তন পদ্ধতিতে ফিতে মেপে নয়, বরং উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমে এক ইঞ্চি জমির হিসেবও কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে চাইছে রাজ্য। এই প্রযুক্তিগত দিকটি স্পষ্ট করে রাজ্যের এক পদস্থ কর্মী বলেন, ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন এবং গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এই জরিপের কাজ চলবে। প্রতিটি জমির সীমানা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা এই উদ্যোগের লক্ষ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জমির মানচিত্র, নকশা এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিখুঁত বিবরণ রাজ্যের হাতে তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি, জমির সীমানা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে প্রয়োজন মতো পিলার বসানোর কাজও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই করতে হবে। নবান্ন চাইছে, দরপত্র প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই জরিপের রিপোর্ট হাতে পেতে। সেই কারণে ল্যান্ড ডিরেক্টরেট যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে দিয়েছে। জরিপের এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ঘিরে ক্ষমতার অলিন্দে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সরকারি জমির নিখুঁত তথ্য-ভাণ্ডার তৈরি হওয়ার পর রাজ্য সরকার সরাসরি জবরদখল উচ্ছেদের পথে হাঁটবে।

জামানত জব্দ হবে, বড় চোর জেলে যাবে

নন্দীগ্রামে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা : বৃহস্পতিবার রেজিনগরের পর শুক্রবার নন্দীগ্রাম। উপনির্বাচনের প্রচারে নিজের ছেড়ে আসা বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিরুলিয়ার প্রচার সভায় বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে ভোট চেয়ে তিনি আবেদন জানান, তৃণমূলের জামানত জব্দ করার। শুভেন্দুর কথায়, তৃণমূলের পাপের সীমা নেই। এমনভাবে ভোট কড়ন, যাতে এই ছিন্নমূলের লোকদের একটারও জামানত না থাকে। ছাব্বিশের নির্বাচনে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম, দুই আসনেই বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন শুভেন্দু। নিয়ম অনুযায়ী ভবানীপুর রেখে নন্দীগ্রাম ছাড়েন তিনি। সেই কেন্দ্রেই উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তাঁর প্রয়াত আপুসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি। চন্দ্রনাথের খুনের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার সহকারী থাকার অপরাধে খুন হতে হয়েছে চন্দ্রনাথকে। আগামী ৬ তারিখ গণতান্ত্রিক বদলা



নিতে হবে তৃণমূলকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, জয়ী প্রার্থীর সার্টিফিকেট নিতে গিয়েই বলেছিলাম, তৃণমূলের নাম-নিশান থাকবে না। পিসি-ভাইপোর শূকনো ঘাস, জোড়াফুল, কোনওটাই নেই। ইভিএমে অনেক চেষ্টা করেছিল চোরামূলের লোকেরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিকে বিতাড়িত করেছে রাজ্যের

মানুষ। দুর্নীতি প্রসঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে তিনি বলেন, সুমিত রায়রা জেলে গেছে, এবার বড় চোরও জেলে যাবে। তৃণমূল প্রার্থী সখিগতা দে প্রধানকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, তিনি নিজের নমিনেশন তুলে ভোকাট্টা হয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেস-সিপিএমের অস্তিত্ব সংকটের কথা তুলে বড় ব্যবধানে জেতানোর আর্জিও

জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাঁচ মাসের সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে তিনি আশ্বাস দেন, আগে যা সাহায্য করতাম, তার তিনগুণ করব। আমি জানি কীভাবে উন্নয়ন করতে হয় নন্দীগ্রাম-দেশপ্রাণ-বাজকোল ট্রেন চালু করা, ওড়িশা কোস্ট ক্যানেল সংস্কার এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বদলের দায়িত্বও নেওয়ার কথা জানান তিনি।

সিএএ-র আবেদনের শুনানি ব্লক অফিসেই, স্বস্তি উদ্বাস্তদের

নয়া জামানা : পুজোর মুখে নাগরিকত্ব-প্রার্থী উদ্বাস্তদের স্বস্তির খবর শোনালেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ-র অধীনে করা আবেদনের শুনানি এ বার থেকে হবে স্থানীয় ব্লক অফিসেই। শুক্রবার বনগাঁ ব্লক অফিসে গিয়ে এ কথা জানান তিনি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এ দিন থেকেই শুরু হয়েছে সেবা সেতু অভিযান। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতেই বনগাঁয় যান মন্ত্রী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গড়ে উঠেছে পাঁচটি মহকুমা নিয়ে বারাসত, বারাকপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও বিধাননগর। জেলা সদর বারাসতেই রয়েছে জেলাশাসকের দফতর। ফলে জেলার ২২টি ব্লকের বাসিন্দাদের প্রয়োজনে ছুটতে হয় বারাসতে। বিশেষ করে বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমায় উদ্বাস্তদের বসবাস



বেশি। তাঁদের অনেকেই নাগরিকত্বের জন্য সিএএ-তে আবেদন করেছেন। অন্য মহকুমা থেকেও আবেদন জমা পড়ছে। এত দিন আবেদনকারীদের শুনানির জন্য যেতে হত জেলাশাসকের দফতরে। ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছিল অনেককে। নির্ধারিত দিনে শুনানিতে হাজির হতে না পারায় শংসাপত্র পেতেও দেরি

হচ্ছিল। এ দিন মন্ত্রী বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তরা এক সময় অথু ভারতেরই নাগরিক ছিলেন। পরে তাঁদের উদ্বাস্ত করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য সিএএ এনেছে। এত দিন জেলাশাসকের দফতরে শুনানি হত। এখন থেকে স্থানীয় ব্লক অফিসেই হবে প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তদের সিএএ-র ফর্ম পূরণের আবেদন জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতা ও সাংসদেৱা। বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, ঠাকুরবাড়ি-সহ একাধিক এলাকায় শিবির করে ফর্ম ভরা হয়। অনেক মতুরা ফর্ম পূরণ করলেও শুনানির জন্য তাঁদের বারাসতে যেতে হত। মন্ত্রীর ঘোষণায় এ বার সেই দুর্ভোগ কমবে বলে আশা আবেদনকারীদের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁরা।





২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

তারাদের কথা

নয়া জামানা

বাঙালীর হার্টথ্রব সুচিত্রা সেন

তাকে ভোলা যায় না

ড. রতন ভট্টাচার্য

বাংলা চলচ্চিত্রে অনেক নায়িকা এসেছেন, অনেকেই জনপ্রিয় হয়েছেন, কেউ কেউ কিংবদন্তিও হয়েছেন; কিন্তু সুচিত্রা সেনের স্থানটি অন্যরকম। তিনি শুধু একজন সফল অভিনেত্রী নন, বাংলা চলচ্চিত্রের নায়িকাকে তিনি এক নতুন সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর আগে নায়িকার সৌন্দর্য ছিল আকর্ষণের প্রধান উপাদান; সুচিত্রার হাতে সেই সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিত্বের ভাষা। তাঁর আগে প্রেমের গল্পে নায়িকা অনেক সময় নায়কের আবেগের পরিপূরক ছিলেন; সুচিত্রার অভিনয়ে নারী নিজেই হয়ে উঠলেন আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধান্ত, অভিমান, আত্মমর্যাদা এবং আত্মত্যাগের স্বতন্ত্র কেন্দ্র। এই কারণেই তাঁকে শুধু ‘মহানায়িকা’ বলা যথেষ্ট নয়; তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের নারী-অভিনয়ের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। সুচিত্রা সেনের তারকাখ্যাতি যতটা প্রবল, তাঁর অভিনয়-পরিসরও ততটাই বিস্তৃত। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর হাস্যরসাত্মক রোমোলার স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে ‘অগ্নিপারীক্ষা’-র প্রেম ও সামাজিক বিধিনিষেধ, ‘হারানো সুর’-এর স্মৃতি ও পরিচয়ের সংকট, ‘দীপ জ্বলে যাই’-এর মানসিক জটিলতা, ‘সপ্তপদী’-র ধর্ম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, ‘সাত পাকে বাঁধা’-র দাম্পত্য ও আত্মমর্যাদা, ‘উত্তর ফাল্গুনী’-র বহুস্তার নারী, ‘দেবী চৌধুরাণী’-র সংগ্রামী প্রফুল্ল, ‘দত্তা’-র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিজয়া এবং ‘আঁধি’-র জনজীবনে সক্রিয় আরতি দেবী; এই দীর্ঘ পরিসর প্রমাণ করে, সুচিত্রা সেনকে একমাত্র ‘রোমান্টিক নায়িকা’ বলে চিহ্নিত করা তাঁর শিল্পীসত্তার প্রতি সুবিচার নয়।

তাঁর অভিনয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সংযম। তিনি আবেগকে চিৎকারে প্রকাশ করতেন না; অনেক সময় একটি দৃষ্টি, ঠোঁটের সামান্য কম্পন, মুখের ক্ষীণ পরিবর্তন কিংবা দীর্ঘ নীরবতাই তাঁর হয়ে কথা বলত। এই ‘নীরব অভিনয়’ ছিল তাঁর নিজস্ব স্বাক্ষর। ফলে তাঁর অভিনয়ে দর্শক শুধু সংলাপ শুনত না, চরিত্রের অন্তর্জগতও অনুভব করত। তাঁর মুখ যেন আবেগের একটি সূক্ষ্ম পর্দা; যেখানে প্রেম, বেদনা, প্রত্যাখ্যান, আকাঙ্ক্ষা ও আত্মসম্মান একই সঙ্গে দৃশ্যমান হয়ে উঠত। এই অভিনয়শক্তির প্রথম বড় বিস্ফোরণ ঘটে উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর জুটিতে। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় রোমান্টিক কমেডির এক নতুন পর্বের সূচনা করে। এরপর ‘অগ্নিপারীক্ষা’, ‘শাপমোচন’, ‘সাগরিকা’, ‘হারানো সুর’, ‘সপ্তপদী’, ‘চাওয়া-পাওয়া’, ‘পথে হলো দেরি’, ‘সূর্যতোরণ’ প্রভৃতি ছবিতে তাঁদের যুগল উপস্থিতি বাঙালির প্রেমের কল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার ভিতরেও সুচিত্রা কখনও শুধুই নায়কের সহচরী হয়ে থাকেননি; তাঁর চরিত্রগুলির নিজস্ব আবেগ ও সিদ্ধান্ত ছিল। ‘চাওয়া-পাওয়া’-য় তাঁর অভিনয়ে যে

হালকা রসিকতা ও প্রাণবন্ততা দেখা যায়, তার সঙ্গে ‘দীপ জ্বলে যাই’-এর রাখার তুলনা করলে তা াঁ ব . অভিনয় ক্ষমতার বিস্তার স্পষ্ট হয়। একদিকে হাস্যরস ও বে া ম া ন্টি ক স্বচ্ছন্দতা, অন্যদিকে পেশাগত কর্তব্য ও ব্যক্তিগত অনুভূতির গভীর সংঘাত; একই অভিনেত্রী কীভাবে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহ নির্মাণ করতে পারেন, সুচিত্রা তার ড া জ্জ া ল উদাহরণ। ‘হারানো সুর’-এ স্মৃতিপ্রশ্নের কাহিনির মধ্যে তিনি পরিচয় ও সম্পর্কের ভঙ্গুরতা প্রকাশ করেন। এখানে তাঁর অভিনয়ের শক্তি ছিল মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম প বি ব র্ত নে। ‘সপ্তপদী’-তে রিনা ব্রাউন চরিত্রে এসে সেই অভিনয় আরও পরিণত হয়। ধর্মীয় পরিচয়, প্রেম, সামাজিক বাধা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের

দ্বন্দ্ব রিনা কোনো অসহায় প্রেমিকা নয়; সে নিজের সিদ্ধান্তের দায় বহনকারী এক স্বাধীন নারী। সুচিত্রা চরিত্রটিকে আবেগের সীমা অতিক্রম করে মানবিক মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। ‘সাত পাকে বাঁধা’-য় তাঁর অভিনয়ের কেন্দ্রে আসে দাম্পত্য ও নারীর আত্মপরিচয়। অর্চনা চরিত্রে তিনি দেখিয়েছিলেন, বিবাহিত জীবন একজন নারীর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে নিতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্নও তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ছবির জন্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রক্ষেত্রে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁর অভিনয়ের গভীরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।

‘উত্তর ফাল্গুনী’ সুচিত্রার অভিনয়-জীবনের আরেকটি অনন্য অধ্যায়। এখানে এক নারীর জীবনের বিভিন্ন পরিচয়, মাতৃত্ব, আত্মত্যাগ এবং সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে তিনি বহুমাত্রিক চরিত্র নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে একই কাহিনি হিন্দিতে ‘মমতা’ নামে নির্মিত হলেও সুচিত্রার চরিত্রায়ণের শক্তি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। একই শিল্পীর হাতে একটি



চরিত্রের ভিন্ন বয়স, ভিন্ন সামাজিক পরিচয় এবং ভিন্ন মানসিক স্তর বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা তাঁর অভিনয়-দক্ষতার বড় প্রমাণ। শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য থেকে নির্মিত চরিত্রগুলিতেও সুচিত্রা তাঁর স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। ‘দেবদাস’-এ পার্বতী, ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’-এ রাজলক্ষ্মী, ‘গৃহদাহ’-এ অচলা, ‘দত্তা’-য় বিজয়া এবং ‘দেবী চৌধুরাণী’-তে প্রফুল্ল; এই চরিত্রগুলি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাহিত্যিক চরিত্রকে পর্দায় রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিনেত্রীর নিজস্ব তারকা-ইমেজ অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুচিত্রা সেই ইমেজকে অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রের অন্তর্গত আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ‘দেবী চৌধুরাণী’-তে তাঁর অভিনয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে প্রেমের নায়িকার পরিচয় ছাপিয়ে উঠে আসে সংগ্রাম, নেতৃত্ব এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। আর ‘দত্তা’-য় দেখা যায় সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নারীর আত্মমর্যাদার অবস্থান। এই চরিত্রগুলি প্রমাণ করে, সুচিত্রার অভিনয় শুধু সৌন্দর্য ও

রোমান্টিকতার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। হিন্দি চলচ্চিত্রে তাঁর উপস্থিতিও তাঁর শিল্পীসত্তাকে সর্বভারতীয় মাত্রা দেয়। ‘দেবদাস’-এর পার্বতী, ‘মমতা’-র দ্বৈত আবেগময় চরিত্র এবং সর্বোপরি ‘আঁধি’-র আরতি দেবী; প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি বাংলা তারকার প্রচলিত পরিচয় অতিক্রম করেন। ‘আঁধি’-তে একজন পরিণত নারী, যিনি জনজীবন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব অবস্থান করছেন, তাঁর চরিত্রায়ণে সুচিত্রার অভিনয় একবারে অন্য স্রব পা়। তাঁর চলন, পোশাক, কণ্ঠস্বর, সংলাপের গতি; সবকিছু মিলিয়ে তিনি আরতি দেবীকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে পরিণত করেন। সুচিত্রার তারকা-ব্যক্তিত্বের আরেকটি রহস্য ছিল তাঁর অনুপস্থিতি। চলচ্চিত্রজীবন থেকে সরে যাওয়ার পর তিনি জনসমক্ষে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ আড়াল করে নেন। আজকের প্রচারনির্ভর তারকা-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঘোষণা করেছিলেন; শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন নয়, তাঁর শিল্পই শেষ পর্যন্ত কথা বলুক। ফলে তাঁর নীরবতাও তাঁর কিংবদন্তির অংশ হয়ে ওঠে।

দেখেছে, তাঁর নীরবতায় বেদনা শুনেছে, তাঁর চরিত্রে আত্মমর্যাদার শক্তি অনুভব করেছে। উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর রসায়ন কিংবদন্তি হয়ে আছে, কিন্তু সেই কিংবদন্তির বাইরেও সুচিত্রা সেনের নিজস্ব শিল্পীসত্তা অগ্নান। সময়ের সঙ্গে চলচ্চিত্র বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, দর্শকের রুচি বদলেছে। কিন্তু সত্যিকারের অভিনয় সময়ের সঙ্গে পুরোনো হয় না। সুচিত্রা সেনের অভিনয় সেই বিরল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি শুধু মহানায়িকা নন; তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের স্মৃতিতে এক অনিবার্য উপস্থিতি। তাঁকে ভোলা যায় না, কারণ তাঁর অভিনয় শেষ পর্যন্ত আমাদেরই কোনো না কোনো অনুভূতির মুখ হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক টেগোর পুরস্কারপ্রাপ্ত বহুভাষী লেখক ও কবি ড. রতন ভট্টাচার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অ্যাফিলিয়েট ফ্যাকাল্টি এবং কলকাতা ইন্ডিয়ান আমেরিকান সোসাইটির সভাপতি। সৌঃ দৈনিক আজাদি।

১৯৭৮ সালে ‘প্রণয় পাশা’-র পর চলচ্চিত্র থেকে তাঁর অবসর এবং ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি তাঁর প্রয়াণ তাঁর শারীরিক উপস্থিতির অবসান ঘটিয়েছে, কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক উপস্থিতির নয়। বরং সময় যত এগিয়েছে, তাঁর চলচ্চিত্রের পুনর্মূল্যায়নের সম্ভাবনা তত বেড়েছে। সুচিত্রা সেনকে তাই নস্টালজিয়ার কাচের বাক্সে বন্দি করে রাখলে তাঁর প্রতি সুবিচার হবে না। তাঁকে নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র-দৃষ্টিতে পুনরায় দেখতে হবে; অভিনয়ের কৌশল, নারীচরিত্র নির্মাণ, নীরবতার ব্যবহার, তারকা-ইমেজ এবং সাহিত্যিক চরিত্রের রূপাঙ্কনের দৃষ্টিকোণ থেকে। তখন স্পষ্ট হবে, তিনি শুধু তাঁর সময়ের জনপ্রিয়তম নায়িকা ছিলেন না; তিনি সেই সময়ের অভিনয়ভাষাকে বদলে দেওয়া এক শক্তিশালী শিল্পী। বাঙালির কাছে তাই সুচিত্রা সেন শুধু একটি নাম নয়; একটি অনুভূতি, একটি যুগের নন্দনবোধ, একটি সাংস্কৃতিক স্মৃতি। তাঁর চোখে বাঙালি প্রেম





২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে টেভার দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশন

নয়া জামানাঃ ফের তদন্তের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বাংলা মোদের গর্ব প্রকল্পে টেভার দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশনের পুলিশকর্তা কে জয়রামন জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে চালু হয়েছিল বাংলা মোদের গর্ব প্রকল্প। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় বাংলার লোকসংস্কৃতি, হস্তশিল্প ও ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। অভিযোগ, ২০২২ ও ২০২৩ সালে ২৩টি জেলায় এই মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যাবতীয় টেভার কয়েকটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারীদের দাবি, তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন প্রভাব খাটিয়ে ওই সংস্থাগুলিকে টেভার পাইয়ে দিয়েছিলেন। এমনকী, সংস্থাগুলির মালিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে বলেও



অভিযোগ উঠেছে। মেলার স্টল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল ও ভাটিয়ালি শিল্পী এবং আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে আসার কাজেও ওই সংস্থাগুলি টেভার পেয়েছিল বলে অভিযোগ কমিশন সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে টেভার পাওয়া সংস্থাগুলির মালিকদের সঙ্গে ইন্দ্রনীল সেনের সম্পর্ক, প্রতিটি মেলায় বরাদ্দ ও খরচের পরিমাণ এবং সংস্থাগুলির লাভের হিসাব খ

তিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় শিল্পীদের বিক্রির সামগ্রী থেকে কমিশন নেওয়ার অভিযোগও যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। তদন্ত শেষে রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবে কমিশন। এদিকে, পুজোর পাস সংক্রান্ত মামলায় ইন্ডির জেরার পর নতুন তদন্তে ফের চাপ বাড়ল প্রাক্তন মন্ত্রীর।

বঙ্গে বিনিয়োগ টানতে বারাণসী সফরে শমীক

নয়া জামানাঃ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বারাণসীর যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে উদ্যোগী কেন্দ্র। চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে দুই শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ করতে পৃথক করিডর তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর সেই উদ্যোগকে সামনে রেখে বঙ্গে বিনিয়োগ টানতে বারাণসী সফরে যাচ্ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার তাঁর রওনা হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, পুজোর মুখে বারাণসী সফরে গিয়ে সেখানকার বাঙালি ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শমীক। বেনারসি শাড়ির জন্য বিখ্যাত এই শহরে বাঙালিদের বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক সংস্থা রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে বাংলায় বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি বারাণসীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও কর্মীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর উত্তরপ্রদেশে বসবাসকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করার কথা বিজেপি রাজ্য সভাপতির। সূত্রের দাবি, বাংলার শাড়ি ও বারাণসীর বেনারসি শিল্পের মধ্যে বাণিজ্যিক সমন্বয় গড়ে তোলার বিষয়ে কোনও উদ্যোগের কথাও তিনি আলোচনা করতে পারেন। বিজেপি সূত্রে দাবি, রাজ্যে দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার



পর থেকেই বাংলায় বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় সফর করছেন শমীক। এর আগে দিল্লি-মুম্বই-সহ দেশের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র এবং ইউরোপের কয়েকটি জায়গাতেও তাঁর সফর হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে বারাণসী। সফরে বিনিয়োগের পাশাপাশি বাঙালি শিল্পোদ্যোগী ও প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে পারে।

২০ দিন ধরে সার্ভার বিকল বেতন-ডিএ নিয়ে সংশয়ে পুরকর্মীরা

নয়া জামানাঃ টানা ২০ দিন ধরে কলকাতা পুরসভার সেন্ট্রাল সার্ভার বিকল। ফলে বৃহস্পতিবারও স্বাভাবিক হল না নাগরিক পরিষেবা। শুধু পরিষেবাই নয়, এর প্রভাব পড়েছে পুরকর্মীদের বেতন ব্যবস্থাতেও। ই-কেএমসি ২.০ পোর্টাল বন্ধ থাকায় মাস পয়লায় পুরসভার স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা আপডেটেড বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাননি। জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ব্যাঙ্কে জমা থাকা পুরনো কর্মী তালিকা মেনেই ঘুরপথে বেতন দেওয়া হয়েছে। ফলে যাঁদের পদোন্নতির কারণে বেতন ও এরিয়ার বেড়েছে, তাঁরা প্রাপ্য অতিরিক্ত টাকা পাননি। আগামী ১৪ ও ১৫ অক্টোবর সরকারি কর্মীদের ২০ শতাংশ বর্ধিত ডিএ এবং চলতি মাসের বেতন দেওয়ার কথা। কিন্তু সার্ভার এখনও স্বাভাবিক না হওয়ায় সেই ডিএ কীভাবে হিসাব করে প্রায় ৩৩ হাজার পুরকর্মীর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি



হয়েছে। এদিকে সার্ভার সমস্যার জেরে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বেতন এখনও একশো দিনের প্রকল্পের অর্ধেকের বেশি কর্মীর অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। পে-শিট তৈরি না হওয়ায় বৃহস্পতিবারও পুরসভার একাংশ সিভিক ভলান্টিয়ারের বেতন হয়নি। পুরভবনের শীর্ষ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে ম্যানুয়াল স্যালারি শিট তৈরি করে একশো দিনের কর্মীদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুদিন আগে কিছু কর্মী টাকা পেলেও স্বাস্থ্য ও সার্ফাই বিভাগের বহু কর্মীর বেতন এখনও বকেয়া। বর্ধিত ডিএ-র পাশাপাশি পদোন্নতির কারণে প্রাপ্য এরিয়ার কবে মিলবে, তা নিয়েও পুরকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। তবে পুরসভার দাবি, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া জনকল্যাণ শিবিরের জন্য পৃথক সার্ভার রয়েছে। ফলে সেখানে অনলাইন পরিষেবায় সমস্যা হবে না।

আলো, জল পাচ্ছি, ময়লা সরছে বিজেপি সরকারের কাজে প্রশংসা কবীর সুমনের

নয়া জামানাঃ কয়েক মাস আগেও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। এবার সেই বিজেপি সরকারের নাগরিক পরিষেবার প্রশংসা করলেন সঙ্গীতশিল্পী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কবীর সুমন। টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিও ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। চলতি বছরের মার্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর-বিরোধী ধরনা মধ্যে উপস্থিত হয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন সুমন। তার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর বক্তব্যে ভিন্ন সুর। ২০০৯ সালে তৃণমূলের টিকিটে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়েও একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এবার অবশ্য তাঁর প্রশংসার কারণ একটি স্থানীয় নাগরিক সমস্যা। কবীর সুমনের বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভার ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাড়ির পাশে থাকা একটি বড় গাছের ডালপালা বাড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুতের তারের উপর পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় কাউন্সিলরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে এক পরিচিতির মাধ্যমে তিনি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।



অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত গাছের ডাল ছাটাই ও রাস্তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়। পরে রাস্তার আলো সংক্রান্ত সমস্যাও দ্রুত মেরামত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। ভিডিওবার্তায় সুমন বলেন, নতুন সরকার কাজ করছে, পাড়ার দিকে নজর দিচ্ছে। তাঁর কথায়, রাষ্ট্র

স্তায় ময়লা জমছে না, জল ও বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিষেবায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ তাঁর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কেউ আবার কটাক্ষ করেছেন।

সম্পাদকীয়

২ অক্টোবর ২০২৬ ৥ শুক্রবার

সারথিতে নতুন পথ

একটি সাইকেল কখনও শুধু সাইকেল নয়। কোনও পড়ুয়ার কাছে সেটিই হতে পারে স্কুলে পৌঁছানোর সহজ রাস্তা, সময় বাঁচানোর সঙ্গী, কিংবা দূরের বাড়ি থেকে শিক্ষার আড়িনায় পৌঁছে যাওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাহন। সেই জায়গা থেকেই ‘সারথি’ প্রকল্পের সূচনা নিছক একটি সরকারি প্রকল্পের নামবদল হিসেবে দেখলে ছবির অনেকটাই অদেখা থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন উদ্যোগে স্কুলপড়ুয়াদের জন্য সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি নতুন পরিচয়ে সামনে এসেছে। ‘সবুজ সাথী’-র পরিবর্তে ‘সারথি’। নামের মধ্যেই রয়েছে পথ চলার প্রতিশ্রুতি পড়ুয়ার শিক্ষাযাত্রায় সরকার যেন হয়ে উঠতে চায় সহযাত্রী। ২০২৬ সালে রাজ্য সরকারের তরফে ‘সারথি’ নামে নতুন পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সরকারি নথিতেও প্রকল্পটির উপস্থিতি স্পষ্ট। এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য, সাইকেলকে শুধুমাত্র একটি সামগ্রী হিসেবে না দেখে শিক্ষার পরিকাঠামোর অংশ হিসেবে ভাবা। বাংলার বহু ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদিন বাড়ি থেকে দূরের স্কুলে যেতে হয়। কোথাও কাঁচা রাস্তা, কোথাও দীর্ঘ পথ, কোথাও আবার গণপরিবহণের অপ্রতুলতা সব মিলিয়ে একটি সাইকেলই হয়ে উঠতে পারে পড়ুয়ার স্বাধীন চলাচলের চাবিকাঠি। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ নতুন ব্যবস্থায় সাইকেলের গুণমান ও নিরাপত্তার দিকটিও সামনে আনা হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা, ক্র্যাশ টেস্টিং এবং ভিজুয়াল ইমপেকশনের মতো ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, পড়ুয়ার হাতে পৌঁছানো সাইকেল কতটা ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ সেই প্রশ্নটিও গুরুত্ব পাচ্ছে। আর এখানেই ‘সারথি’র আসল অর্থ। সরকারি প্রকল্পের সাফল্য শুধু কতগুলি সাইকেল বিতরণ হল সেই সংখ্যায় মাপা যায় না। সাফল্য তখনই, যখন সেই সাইকেল কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের পড়ুয়াকে নিয়মিত স্কুলে পৌঁছে দেয়; যখন যাতায়াতের সমস্যা পড়াশোনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, যখন একটি পরিবারের অতিরিক্ত যাতায়াতের খরচ কিছুটা হলেও কমে প্রশাসনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্য যাচাই ও রেকর্ড সংরক্ষণের ওপর জোর। সরকারি নির্দেশিকায় পড়ুয়ার তথ্য যাচাই, বিতরণের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং পরবর্তী অডিটের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের নজরদারি থাকলে প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও বাড়ে রাজনৈতিক নাম বা রং বদলের বিতর্কের বাইরে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার সরকার বদলালেও পড়ুয়ার প্রয়োজন বদলায় না। যে ছাত্রটির স্কুল বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, তার কাছে ‘সবুজ সাথী’ হোক বা ‘সারথি’, আসল প্রশ্ন একটাই সাইকেলটি সময়মতো এবং ভালো মানের হাতে পৌঁছল কি না।

তাই ‘সারথি’কে শুধু একটি নতুন নাম হিসেবে নয়, একটি চলমান জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ হিসেবেই দেখা যেতে পারে। নাম পাল্টানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা, সময়মতো বিতরণ এবং প্রকৃত পড়ুয়ার কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া কারণ, একটি সাইকেলের দুটি চাকা শুধু রাস্তা পেরোয় না, কখনও কখনও তা পেরিয়ে যায় দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ আর সুযোগের অভাবের দেওয়ালও সারথির চাকা ঘুরুক। তার সঙ্গে এগিয়ে যাক বাংলার পড়ুয়ার স্বপ্ন।

BRIC থেকে BRICS

ইতিহাসের পথ বেয়ে দিল্লির ১৮-তম সম্মেলনে ভারত

কৌশিক সেন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোল

তৃতীয় পর্ব



২৫-২৭ জুলাই ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয় ব্রিকসের দশম শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনের মূল থিম ছিল ব্রিকস ইন আফ্রিকা কোলাবোরেশন ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ অ্যান্ড শেয়ার্ড প্রসপারিটি ইন দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন অর্থাৎ, আফ্রিকায় ব্রিকস চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও অভিন্ন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতা। দক্ষিণ আফ্রিকার, জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয় ব্রিকসের দশম শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম দশকের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা সেতুবন্ধন হিসেবে দেখা যায়। ২০১৮ সালে ব্রিকস সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়: ১. আফ্রিকা ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা। ২. এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল- ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন (৪জ্জট) এর মধ্যে রয়েছে - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয়তা, রোবোটিক্স, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার ও উদ্ভাবন-এর মতো প্রযুক্তি বিশ্ব অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের যে পরিবর্তন আছে তার সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা। ৩. ইনক্লুসিভ গ্রোথ (অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি) উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছানো এখন শুধুমাত্র জি.ডি.পি বৃদ্ধি নয় মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং উন্নয়নের সুযোগে আরো বিস্তৃত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ৪. বহুপাক্ষিকতা ও বিশ্বশাসনব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। ৫. শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। ৬. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো এবং ব্রিকস ভ্যাকসিন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৭. নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন বিশেষ গুরুত্ব পাই। ৮. শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা হয়। ৯. পিপল-টু-পিপল কোঅপারেশন



(জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা) অর্থাৎ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, শিক্ষা, পর্যটন এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচিত হয়। ১৪ নভেম্বর ২০১৯ সালে একাদশ-তম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে এই সম্মেলনের মূল থিম ছিল-- ব্রিকস ইকোনমিক গ্রোথ ফর অ্যান ইনোভেটিভ ফিউচার। অর্থাৎ, উদ্ভাবনী ভবিষ্যতের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ২০১৯ সালে ব্রিকস সম্মেলন ছিল ব্রিকসের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। কারণ এখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষান্ত থাকেনি পাশাপাশি বাণিজ্য, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সন্ত্রাসবাদ, স্বাস্থ্য, বিশ্ব শাসনব্যবস্থার মত বিস্তৃত বিষয়ে ক্ষেত্র ছিল। এই সম্মেলনের মূল আলোচনার বিষয় গুলো ছিল ১. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ইনোভেশন এর মাধ্যমে ব্রিকস দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যেই-- ইনোভেশন ব্রিকস নেটওয়ার্ক এবং নিউ ব্রিকস সার্কেল, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। ৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার। ৪. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা। ৫. সাইবার নিরাপত্তা। ৬. স্বাস্থ্য ও টি.বি. গবেষণা-- ২০১৯ সালের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল গ্লোবাল হেলথ। টিউবারকিউলোসিস (টি.বি.) নিয়ে যৌথ

গবেষণার জন্য কোলাবোরেশন রিসার্চ প্রোগ্রাম অনুমোদন করা হয়। ৭. প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং ইউএন. ২০৩০ অ্যাডজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট-এর লক্ষ্য পূরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ৮. নারী ও সামাজিক সহযোগিতা বাড়ানো ব্রিকস বিজনেস অ্যালায়েন্স প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল। ১৭ নভেম্বর ২০২০ সালে দ্বাদশ (১২-তম) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাশিয়া। চারদিকে সেই সময় কোভিড-১৯ মহামারী প্রকোপ। সমগ্র দেশ জুড়ে ভয়-ভীতি পরিবেশ। প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এই শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। আমরা দেখেছি ২০১৯ সালের একাদশতম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন আলোচনার বিষয় ছিল প্রযুক্তি, উদ্ভাবন। ২০২০ সালে সেই আলোচনার সামনে নতুন বাস্তবতা এসে দাঁড়াই কিভাবে এরকম একটি মহামারী সংকটময় পরিস্থিতিতেও সহযোগিতার পথ খোলা রাখা যায়। এই সম্মেলনের মূল থিম ছিল-- ব্রিকস পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল স্ট্যাবিলিটি শেয়ার্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনোভেটিভ গ্রোথ। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা, অভিন্ন নিরাপত্তা ও উদ্ভাবনী প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রিকস অংশীদারিত্ব। মূল আলোচনার বিষয় -- ১. কোভিড -১৯ মহামারী ও স্বাস্থ্য সহযোগিতা। ২. বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার। ৩. বিশ্ব শাসনব্যবস্থা ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা সংস্কার।

৪. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা। ৫. সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা। ৬. জ্বালানি সহযোগিতা। ৭. বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা। ৮. পিপল-টু-পিপল কো-অপারেশন। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয় ব্রিকসের ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনে (১৩-তম) ভারতে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ভারতের, নতুন দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং অর্থাৎ ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই সম্মেলনের আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়েছিল। ২০১২ এবং ২০১৬ সালের পর এটি ছিল ভারতের তৃতীয়বার ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলনের মূল থিম ছিল-- ব্রিকস ১৫ ইনট্রা-ব্রিকস কোঅপারেশন ফর কনটিনিউটি, কনসলিডেশন অ্যান্ড কনসেনসাস। অর্থাৎ, ব্রিকসের ১৫ বছর ধারাবাহিকতা, সংহতি ও ঐক্যমতের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। ২০২১ সালে ভারত ব্রিকস-এর সভাপতিত্বের যাত্রাপথ কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে দেখা যায়। ভারতের ব্রিকস চেয়ারমশিপ তার দীর্ঘদিনের অতীতের যাত্রা পথকে স্মরণ করেননি বরং আগামী দিনে সময়ের গতির সঙ্গে নিজেকে কীভাবে আধুনিকতার ছোয়ায় নিজেকে অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তার নতুন ভিত্তি তৈরীর দিকেও এগিয়ে ছেন।



২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ময়নাগুড়ি বিজেপিতে ব্যাপক কোন্দল, আহত কর্মী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : শুক্রবার ময়নাগুড়িতে দেখা গেলো বিজেপিতে ব্যাপক কোন্দল। বিজেপি নেতায় নেতায় লড়াই হলো আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মারপিটে মাথা ফাটলো ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী ধনেশ্বর রায়ের। অভিযোগের তীর উত্তর মন্ডলের সম্পাদক জয়ন্ত রায় সহ মন্ডল সভাপতি সুভাষ রায়ের বিরুদ্ধে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অতুলচন্দ্র রায়ের দাবি, জয়ন্ত রায়ের স্ত্রী বর্তমানে উপপ্রধান রয়েছেন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তার স্ত্রী প্রধানের দাবিদার থাকার পরেও প্রধান পদ না পাওয়ার কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। জয়ন্ত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, প্রধান গঠনের আগে অতুল চন্দ্র রায়ের



বাড়িতে দিয়ে এসেছিলেন ৫ হাজার টাকা। এদিকে প্রধান পদ না পাওয়ার কারণে গত বুধবার জয়ন্ত রায় অতুল চন্দ্র রায়ের বাইক আটকে দেয়। সেই বাইক জমা দেওয়া হয় পানবাড়ী ফাঁড়িতে। আর এই ঘটনায়

বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অতুলচন্দ্র রায়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে, জয়ন্ত রায় সহ আরো এক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জয়ন্ত রায়।

তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ৫০০ কর্মী!

মোহাম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর : গাইসাল-১ অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এবং ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে ধনতোলা এলাকায় অনুষ্ঠিত হল বড়সড় যোগদান কর্মসূচি। শুক্রবারের এই কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। কংগ্রেসের দাবি, গাইসাল-১ অঞ্চলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ এমাজউদ্দীনের নেতৃত্বে এদিন প্রায় ৫০০ জন তৃণমূল কর্মী কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তুষার কান্তি গুহ। কর্মসূচির শুরুতেই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে মালাদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্ব। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান পর্ব শুরু হয়। এদিনের



কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তুষার কান্তি গুহ, জেলা কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সভাপতি অশোক রায়, ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুন রশীদ, গোয়ালপোখর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নাসিম এহসান, চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি এজমুল হক, যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মামুন রেজা, ছাত্র পরিষদ সভাপতি মঞ্জুর এলাহি, ইসলামপুর কংগ্রেসের

মহিলা সভানেত্রী সোনিয়া নন্দী-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। যোগদান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গাইসাল-১ অঞ্চলে কংগ্রেসের সাংগঠনিক তৎপরতা আরও জোরদার করার বার্তা দেন উপস্থিত নেতৃত্ব। তবে যোগদানের প্রায় ৫০০ জনের সংখ্যা কংগ্রেসের দাবি; এ বিষয়ে পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য জানা যায়নি।

সাফাই অভিযানে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু

রাখি গড়ই, নয়া জামানা, বিষ্ণুপুর : খাতড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বচ্ছতা হি মিশন প্রকল্পে সেবা সংকল্প অভিযান অনুষ্ঠিত হলো। শুক্রবার ২রা অক্টোবর বাঁকুড়ার রানী মুকুটমণিপুর পর্যটন কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যাগুরু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা রানী বাঁধ বিধানসভার বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু, খাতড়া মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন মুকুটমণিপুরে রাস্তা বাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেন মন্ত্রী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু সাধারণের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতা নিয়ে বিশেষ বার্তা দেন তিনি বলেন একদিন, এক ঘণ্টা, এক সাথ। নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী।



বক্সায় ফিরল বাঘ

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার : বক্সায় ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হলো। 'টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম' বা বাঘ পুনঃপ্রবর্তন প্রকল্পের আওতায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়া হলো প্রথম বাঘিনীকে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের বন মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও উপস্থিত থেকে এই বিশেষ পদক্ষেপের সূচনা করেন। বিহারের বান্দ্রীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনা বাঘিনীটিকে বক্সার কোর অঞ্চলে উন্মুক্ত করা হয়। বাঘের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে গত কয়েক বছরে প্রায় ৩৮০ হেক্টর এলাকায় ঘাসজমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং বনাঞ্চলে ৮০০টিরও বেশি চিতল হরিণ ছাড়া হয়েছে। বাঘিনীর গতিবিধি, শিকারের ধরন এবং শারীরিক পরিস্থিতির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে রেডিও কলার ও ট্র্যাপ ক্যামেরার মাধ্যমে কড়া পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে আরও তিনটি বাঘ বক্সার অরণ্যে আনা হবে। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত এড়াতে এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকা সুরক্ষিত করতে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির যৌথ বন পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয়



বক্সায় ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হলো। 'টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম' বা বাঘ পুনঃপ্রবর্তন প্রকল্পের আওতায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়া হলো প্রথম বাঘিনীকে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের বন মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও উপস্থিত থেকে এই বিশেষ পদক্ষেপের সূচনা করেন। বিহারের বান্দ্রীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনা বাঘিনীটিকে বক্সার কোর অঞ্চলে উন্মুক্ত করা হয়।

বনবাসীদের সঙ্গে লাগাতার বৈঠক করে প্রকল্পের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। পাশাপাশি, ইকোট্যুরিজম ও প্রকৃতি পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে বননির্ভর বাসিন্দাদের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানান, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বক্সা বনে বাঘের বংশবৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উল্লেখ করেন, স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপের মেলবন্ধনেই বক্সার বনাঞ্চল আগামী দিনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির জন্য মাইলফলক হয়ে উঠবে।

ভর্তি চলছে

GAZOLE COLLEGE OF PHARMACY

Mob : 9475647033

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

GAZOLE COLLEGE OF EDUCATION

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033 | Email: secretarygcd@gmail.com

MANGO VALLEY PHARMACY COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

“ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী ” (D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B

9475647033



২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

সেবা সেতু অভিযানে উপচে পড়া ভিড়

অঞ্জন শুকুল, নদীয়াঃ নদীয়ার কৃষকগণের শুরুর হয়েছিল সেবা সেতু অভিযান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬ তম জন্ম দিবসকে সামনে রেখে, তার ২৫ বছর ধরে জনগণের সেবা করার বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেবা সেতু অভিযান শুরু হয়েছে শুক্রবার, যা চলবে আরো দুদিন। মূলত যে সমস্ত গরিব মানুষেরা বার্ষিক ভাতা, বিধবা ভাতা, মানবিক ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত, অথচ তারা পূর্ববর্তী সরকারের দ্বারা সরকারে আবেদন জমা দেয়ার পরেও ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ন্যায্য পাওনা দেবার লক্ষ্যেই সেবা সেতু অভিযান কর্মসূচি। এ ব্যাপারে কৃষকগণ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু সরকার বলেন পূর্ববর্তী সরকার নিজের দলের কর্মীদের রং দেখে তাদের বার্ষিক ভাতা, বিধবা ভাতা,



মানবিক ভাতা দিতেন। গরিব মানুষগুলো বার বার গিয়েছে বিভিন্ন অফিসে এবং বিভিন্ন অফিস থেকে বলা হয়েছে তাদের ডাটা এন্ট্রি হয়ে গিয়েছে, টাকা আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিন বছর ধরেও তারা কোনও সাহায্য পাননি। আজ সেবা সেতু অভিযানের মাধ্যমে সেই সমস্ত বঞ্চিত হওয়া উপভোক্তারা ভাতার আবেদন করতে পেরেছেন। এই সেবা সেতু অভিযানে

যেমন একদিকে মানুষ তার সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন অন্যদিকে যারা কৃষক তাদেরকে ভর্তুকি দেবার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম সাবসিডি মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। জমির কাগজ, কারেন্টের লাইন নেওয়া, সমস্তটার সুবিধে সাধারণ জনগণকে দেবার লক্ষ্যে স্টল করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ নতুন সরকারের সেবা সেতু অভিযানে তাদের কার্য সাধন করতে পারায় খুশি।

খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান রাইপুর বাজারে

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ হঠাৎ রাইপুর সবুজ বাজার এলাকার বেশ কয়েকটি খাবারের দোকান ও মিষ্টির দোকানে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা আচমকা পরিদর্শন করলেন। রাইপুর খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক শুভম বেজ, সাথে রাইপুর বিডিও উদয়নারায়ন দে রাইপুর থানার আইসি পলাশ কুমার বারিক সহ এক বাক পুলিশ কর্মী নিয়ে অভিযানে নামেন।

তারা বেশ কয়েকটি ফাস্ট ফুডের দোকানে পুষ্টিগুণ অনুযায়ী খাবারের মান যাচাই করার পাশাপাশি তাদের সতর্ক করেন বিভিন্ন বিষয়ে যেমন খাবারের জন্য ভোজ্য তেল, স্যালাড, খাবারের ব্যবহৃত রং, সশ ও খাবারের জায়গা, খাবার ঢাকা দেওয়া ন্যাপকিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রান্না করার জায়গার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেন। সাংবাদিকদের



প্রশ্নের উত্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এড়িয়ে যান তবে তিনি বলেন, এভাবে বড় করে অভিযান রাইপুরে এই প্রথম হলো। আমরা দোকানদারদের সতর্ক করেছি আগামী দিনে যদি দোকানদাররা সতর্ক না হন তাহলে আগামী দিনে যে অভিযান হবে তাতে যদি ক্রটি ধরা পড়ে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আচমকা আধিকারিকদের

উপস্থিতি রাইপুর বাজার এলাকায় স্থানীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহালক্ষ্মী মিস্ট্রম ভান্ডারের মালিক জয় নাথ বলেন, এরকম মাঝে মাঝে পরিদর্শন হলে আমরা সহ সকলেই সতর্ক থাকবো খাবারের জন্য কোনরকম রোগ বাসা বাঁধতে পারবেনা। আধিকারিকরা আমাদের ভুল ক্রটিগুলি ধরিয়ে দিলে আমরা আগামী দিনে সতর্ক হবো।

পূজা নিরাপত্তায় কড়া অবস্থানে বসিরহাট পুলিশ প্রশাসন

নয়া জামানা, বসিরহাটঃ রাজ্যের অন্যতম বড় দুর্গোৎসব পালিত হয় বসিরহাট শহরে। প্রতি বছরই শহরের বিভিন্ন পূজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ব্যাপক ভিড় জমে। এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ কয়েকটি নতুন পূজোর সংখ্যা বেড়েছে। ফলে দর্শনার্থীদের আনাগোনাও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। পূজোর আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশ যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেই লক্ষ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে বসিরহাট পুলিশ প্রশাসন। পূজোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শহরের বিভিন্ন পূজো মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকন্দা ভাওয়াল। তার সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার দীপাঙ্কন চট্টোপাধ্যায় ও ডিএসপি ট্রাফিক সহ পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।



এদিন পুলিশ আধিকারিকরা বাইক র‍্যালি করে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পূজো মণ্ডপে পৌঁছান। জাতীয় পাঠাগার ব্যায়ামপীঠ, প্রান্তিক ও সবুজ সংঘের মতো একাধিক পূজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তারা। মণ্ডপগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের যাতায়াত এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। পূজোর দিনগুলিতে হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয় বসিরহাটের বিভিন্ন মণ্ডপে। সেই বিপুল জনসমাগম

সামাল দিতে পুলিশি প্রস্তুতি কতটা কার্যকর, তা সরেজমিনে পর্যালোচনা করতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সুপার সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে এভাবে শহরের রাস্তায় বাইক নিয়ে পরিদর্শন করতে দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যেও পূজোর নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা ও আস্থা বাড়তে দেখা যায়। নির্বিয়ে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে আগেভাগেই নিরাপত্তার প্রস্তুতি জোরদার করছে বসিরহাট পুলিশ প্রশাসন।

কয়েন জমিয়ে স্বপ্নের বাইক! তাক লাগালো তারাপীঠের যুবক

নয়া জামানা, বীরভূমঃ কথায় আছে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে নেই। তবে ইচ্ছা আর সঠিক সঞ্চয় থাকলে যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এমনই এক অসম্ভবকে সম্ভব করল তারাপীঠের এক যুবক। কয়েক বছর ধরে মাটির ভাঁড়ে জমানো ৫-১০ টাকার কয়েন ভর্তি বস্তা নিয়ে শোরুম গিয়ে কিনে ফেলল স্বপ্নের মোটরবাইক। স্থানীয় সুপ্রাে জনা গিয়েছে, ওই যুবক শ্রীনাথ লেট, বাড়ি তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন ফুলিডাঙা এলাকায়। শ্রীনাথ তারাপীঠের একটি পূজোর সামগ্রী বিক্রির দোকানের কর্মচারী। সামান্য আয়ে সংসার চলে। তাঁর শখ ছিল নিজস্ব একটা মোটরবাইক কেনার। কিন্তু বাধ সেজেছিল অভাব। এককালীন টাকা জোগাড় করা কঠিন বুঝেই বিকল্প পথ বেছে নেয় সে।



প্রতিদিন কাজ শেষে বাড়ি ফিরে ৫-১০ টাকার কয়েন একের পর এক ভাঁড়ে জমাতে থাকে। শ্রীনাথ ভাঁড়গুলি ভাঙতেই চোখ কপালে ওঠে। জমানো কয়েন গুনে দাঁড়ায় দেড় লাখ টাকারও বেশি। তারপর বস্তায় ভরে কয়েনগুলি নিয়ে পৌঁছে

যায় মল্লারপুরের বাইকের শোরুম। শোরুমের কর্মীরাও এই ঘটনায় অবাক হয়ে যান। তারপরেই শুরু হয় বস্তা ভর্তি কয়েনগুলির গণনাপর্ব। কয়েন গোনা শেষ হলেই বাইকের কাগজ শ্রীনাথের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তৎপর পুলিশ! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার টোটো

নয়া জামানা, নদীয়াঃ আবারও তাহেরপুর থানার বড়সড় সাফল্য। অভিযোগ পাওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হলো টোটো। ঘটনায় থেপ্তার এক যুবক। সুত্রের খবর, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর চক তেইশ বিধা এলাকার বাসিন্দা সমরেশ দাস তাহেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, আনুমানিক রাত ১টা নাগাদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। সেই সময় বাড়ির দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে তাঁর টোটো গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয় চোর। ঘটনার পরেই তাহেরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে তাহেরপুর



থানার পুলিশ। অভিযোগ পাওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তদন্ত চালিয়ে ধোবোলিয়ার বাসিন্দা পলাশ বৈদ্য নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক টোটো চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন বলে পুলিশ সুপ্রাে জনা যায়। এরপর তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাহেরপুর থানার অন্তর্গত

পুরানাপাড়া সংলগ্ন এলাকা থেকে চুরি যাওয়া টোটোটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিজের টোটো দ্রুত উদ্ধার হওয়ায় পুলিশের এই তৎপরতার জন্য তাহেরপুর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিযোগকারী সমরেশ দাস। তাঁর বক্তব্য, গরিব মানুষের পাশে এভাবেই পুলিশ থাকলে সাধারণ মানুষ আরও ভরসা পাবেন।

মন্দিরে হানা, মা কালীর অলংকার চুরি

নয়া জামানা, পুরুলিয়াঃ রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-২ নম্বর ব্লকের বিখ্যাত মৌতড় বড় কালী মন্দিরে চুরির অভিযোগ উঠে এসেছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার মন্দিরে মাকে স্নান করানোর জন্য মন্দিরে আসেন সেবাইতগণ। এরপর মন্দিরে এসে তাঁরা দেখতে পান গেটের তালো কাটা অবস্থায় রয়েছে। ভিতরে ঢুকে তাঁরা দেখেন মায়ের গায়ে থাকা অলংকারগুলিও নেই। আনুমান প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার অলংকার নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতারা। এরপর খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনার পর স্কোভে ফেটে পড়েন



তাঁরা। দেরি না করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট হয় মন্দিরের গেটের তালো

কেটে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। এরপর মায়ের অলংকার চুরি করে চম্পট দেয় তারা। দুষ্কৃতীদের অতি দ্রুত থেপ্তার দাবি তুলছেন স্থানীয়রা।



২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

দেরাদুনে প্রথম সাদা বাঘ গোয়ালিয়র থেকে এল তেজস

নয়া জামানাঃ সাদা শরীরে খয়েরি ডোরা, গাঢ় নীল চোখ বিরল বৈশিষ্ট্যের সাদা বাঘ তেজস এবার দেরাদুনের চিড়িয়াখানায়। তার আগমনে উত্তরাখণ্ডের বন্যপ্রাণ বৈচিত্র্যে নতুন সংযোজন হল। রাজ্যের প্রথম সাদা বাঘ হিসেবে তেজসকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির আওতায় এই আদানপ্রদান হয়েছে। দেরাদুনের চিড়িয়াখানায় থাকা পাঁচ বছর বয়সি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভোলাকে পাঠানো হয়েছে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র চিড়িয়াখানায়।



সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছিল। সেই দলে ছিলেন রেঞ্জার দীক্ষা ভাট, পশু চিকিৎসক প্রদীপ মিশ্র-সহ বন দপ্তরের আধিকারিকেরা। দীক্ষা জানান, পুরো যাত্রাপথে বাঘটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের মতে, তেজসের সাদা রঙ অ্যালবিনিজমের কারণে নয়। বংশগত বৈচিত্র্য লিউসিজম-এর কারণেই তার শরীরের এই বিশেষ রং হয়েছে। সাদা লোমের উপর খয়েরি ডোরা এবং

গাঢ় নীল চোখ তার চেহারাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তবে আপাতত তেজসকে দর্শকদের সামনে আনা হবে না। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাকে ২০ দিনের কোয়ারান্টিনে রাখা হবে। এই সময়ে পরিচারক ও পশু চিকিৎসকেরাই তার কাছে যেতে পারবেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রায় এক মাস পরে পর্যটকদের জন্য তেজসকে প্রদর্শন করা হতে পারে।

রক্তাক্ত হয়েও শতাধিক প্রাণ বাঁচালেন স্মিত বীর পাইলটকে ফোন মোদির

নয়া জামানাঃ রক্তাক্ত অবস্থাতেও কর্তব্য থেকে সরে না গিয়ে শতাধিক যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন ফ্লাইদুবাইয়ের ভারতীয় পাইলট স্মিত মজর। ছুরির আঘাতে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিতের সঙ্গে শুক্রবার ভিডিও কলে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কথোপকথনে তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করে মোদি বলেন, ভারতীয়রা কখনও প্রাণ কেড়ে নেয় না, বরং জীবন রক্ষায় এগিয়ে যায়। স্মিতও সেই সংস্কৃতিরই পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। সামান্য ভুলেও ৯/১১-এর মতো মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপদ সামাল দেন স্মিত। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্মিত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। স্মিতের পরিবারের সঙ্গেও আগেই কথা বলেছিলেন মোদি। তাঁর মা



জানিয়েছিলেন, গীতার শিক্ষা দিয়েই ছেলেকে বড় করেছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মিতের মধ্যে গীতার সংস্কার রয়েছে। তাঁর সাহসিকতার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনে বিশ্বের কাছে ভারতীয় পাইলটদের ভাবমূর্তি কী হতে পারে, স্মিত তাঁর কাজের মাধ্যমে সেই দিশা দেখিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে বা

ছিনতাই হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। সেই আশঙ্কা দক্ষতার সঙ্গে রুখে দিয়েছেন স্মিত। তাঁর এই ভূমিকা ভারতীয় পাইলটদের সাহসিকতার নতুন নজির তৈরি করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন ও আমেরিকা-ইরান সংঘাতের মধ্যেও ভারত বারবার শান্তির বার্তা দিয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও নয়াদিল্লি কঠোর অবস্থান নিয়েছে। স্মিতের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সেই অবস্থানেরই মানবিক দিক তুলে ধরেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

গান্ধীজয়ন্তীতে রাজঘাটে মোদি- রাহুল শ্রদ্ধা জানালেন শুভেন্দুও

নয়া জামানাঃ শুক্রবার মহাত্মা গান্ধীর ১৫৭তম জন্মদিন। এদিন ভোরে দিল্লির রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনকের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশাল মিডিয়ায় মারফত সামনে এসেছে সেই ছবি ও ভিডিও। এছাড়াও এক্স হ্যাণ্ডেলে হিন্দি এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন মোদি। আপলোড করেছেন একটি ভিডিওও। এদিন সকালে রাজঘাটে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। পরে সমাজমাধ্যমে মহাত্মার মানবিকতা ও অহিংসার বাণী স্মরণ করেন তিনি। গান্ধী জয়ন্তীতে সোশাল মিডিয়ায় শ্রদ্ধার বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। হিন্দি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, পূজ্য বাপুর সমগ্র জীবন সত্য, অহিংসা, করুণা ও সেবার আলোকবর্তিকা, যা প্রতিটি যুগে মানবতার পথ প্রশস্ত করে চলেছে। পোস্টটি শেষে হয় সংস্কৃত মন্ত্রের শান্তির বাণীতে অদ্বৈত সর্বভূতানন্ম মিত্রঃ করুণ ইব চ/ নির্দয়, নিহঙ্কারঃ সমাদুঃখসুকঃ ক্ষমি।



এছাড়াও এক লাইনের ইংরেজি পোস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, বাপুর কালজয়ী বার্তা আমাদের একটি উন্নত সমাজ ও বিকশিত ভারত-এর পথপ্রদর্শক। সমাজমাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের উপর তৈরি একটি ভিডিও পোস্ট করেন মোদি। সেখানে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর নেপথ্য কণ্ঠ তাঁর আদর্শ সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। মহাত্মা গান্ধী এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু দূরে থেকেও লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। যোগ করেন, মহাত্মা গান্ধী

সর্বদা সবাইকে স্বদেশী নীতি গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। এই প্রক্রিয়ায় খাদি অগ্রাধিকার পায়। আমি সবার কাছে আবেদন জানাই, ২রা অক্টোবর অন্তত একটি খাদি পণ্য কিনুন এবং গর্বের সঙ্গে বলুন যে এটি স্বদেশী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আমি মহাত্মা গান্ধীজির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর সম্মানে নিবেদিত দেশব্যাপী স্বচ্ছতা মিশন দেশের প্রতি তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির এক যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যুদ্ধ থামাতে মোদির দুর্দান্ত ভাবনা গান্ধীজয়ন্তীতে শান্তিপ্রস্তাবের প্রশংসা পুতিনের

নয়া জামানাঃ চোখের বদলে চোখ উপড়ে নিলে একদিন গোটা পৃথিবী অন্ধ হয়ে যাবে মহাত্মা গান্ধীর সেই শান্তির বার্তার প্রতিধ্বনি যেন ফের শোনা গেল আন্তর্জাতিক মঞ্চে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের অবসানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগের প্রশংসা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ২ অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তীর দিন পুতিন জানান, যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে মোদির কাছে খুব ভালো ভাবনা রয়েছে। মস্কোয় ভালদাই ফোরামের অনুষ্ঠানে পুতিন বলেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অত্যন্ত ভালো ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদি নিয়মিত ইউক্রেন সংঘাতের অবসানের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর কথায়, সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে দুপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়ে মোদির গভীর আগ্রহ রয়েছে। পুতিন আরও বলেন, মোদি এই প্রশ্নে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছেন, কিন্তু সংঘাত দ্রুত শেষ



করার বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট আগ্রহ রয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য মোদির উদ্যোগের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান রুশ প্রেসিডেন্ট। গত মাসে ব্রিসক সম্মেলনের সময় রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে মোদি ফের আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেন। ভারত বরাবরই যুদ্ধের

পরিবর্তে সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা বলে এসেছে। দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি ও সরবরাহ ব্যবস্থাতেও পড়ছে। ফলে যুদ্ধের অবসানে কূটনৈতিক উদ্যোগের গুরুত্ব আরও বাড়ছে। সেই আবহেই মোদির শান্তি প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন পুতিন।

ইরান ঘিরে আমেরিকার রণসাজ, আরব সাগরে ৩ বিমানবাহী রণতরী

নয়া জামানাঃ ইরানকে ঘিরে ফের সামরিক তৎপরতা বাড়ছে আমেরিকা। সংঘর্ষবিরতি নিয়ে কূটনৈতিক উদ্যোগে অগ্রগতি না হওয়ার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে তৃতীয় বিমানবাহী রণতরী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পেন্টাগন। মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ভূত করে একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্ট সান দিয়েগো থেকে

রওনা হয়েছে। এর সঙ্গে অতিরিক্ত কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ এবং প্রায় ৯ থেকে ১০ হাজার সেনা ও নৌসেনা রয়েছে। বর্তমানে ওই অঞ্চলে ইউএসএস জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ এবং ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন রয়েছে। রুজভেল্ট পৌঁছলে পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনটি ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ একসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে থাকতে পারে। তবে জর্জ ওয়াশিংটনের

অবস্থান পরিবর্তন হলে তিনটি রণতরী একই সময়ে অঞ্চলে থাকবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, নতুন মোতায়েনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সামরিক বিকল্প আরও বাড়বে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে ৫০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা রয়েছে এবং প্রায় ২০টি

নৌযান মোতায়েন রয়েছে। নতুন বাহিনী ও জাহাজের একটি অংশ হরমুজ প্রণালীতে নৌ চলাচল এবং মার্কিন বাহিনীর সুরক্ষায় ব্যবহার করা হতে পারে। তবে এই সামরিক সমাবেশকে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন বড় অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন কিছু বিশ্লেষক। মার্কিন প্রশাসন অবশ্য এখনও এমন কোনও স্থল অভিযান শুরু করার

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। এদিকে, ইরানের সাম্প্রতিক সাত দিনের সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ওয়াশিংটন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরানের বিরুদ্ধে ফের সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। পাল্টা তেহরানও নিজেদের বাহিনীকে সতর্ক রেখেছে।



২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

এশিয়াডে লভলিনার সোনা রিকার্ড তিরন্দাজিতেও ইতিহাস ভারতের

নয়া জামানা : এশিয়ান গেমসের ১৩তম দিনে সাফল্যের বাড়ি তুলল ভারত। শুক্রবার সকালে মহিলাদের ৭৫ কেজি বক্সিংয়ে সোনা জিতে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটালেন অসমের তারকা বক্সার লভলিনা বরগোহাঁই। নিজের ২৯তম জন্মদিনে চিনের জিয়ি বাওকে হারিয়ে এশিয়াডে প্রথম সোনার স্বাদ পেলেন তিনি। আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে একের পর এক আগ্রাসী পক্ষে চিনা প্রতিপক্ষকে কার্যত দাঁড়াতেই দেননি লভলিনা। তাঁর হাত ধরে ভারতের ঘরে এল এশিয়ান গেমসের ১২তম সোনা। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতীয় বক্সিংয়ের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন লভলিনা। তবে এশিয়ান গেমসে সোনা এতদিন অধরাই ছিল। গতবার তাঁকে রূপো নিয়েই ফিরতে হয়েছিল। এবারের প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে থাকা লভলিনা ফাইনালে সেই ধারাই বজায় রাখলেন। এদিন ভারতের প্রথম সোনাও আসে তিরন্দাজি থেকে।



মহিলাদের দলগত রিকার্ড ইভেন্টে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সোনা জেতেন কুমকুম অনিল মোহত, অঙ্কিতা ভক্ত ও কীর্তি শর্মা। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল হাওয়ার প্রতিকূলতা সামলেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন ভারতীয় তিরন্দাজি। রিকার্ড তিরন্দাজিতে এটাই ভারতের প্রথম এশিয়ান গেমস সোনা। মিস্সড রিকার্ডেও রূপো জেতে

ভারত সেলিংয়েও আসে সাফল্য। মহিলাদের ডিঙি ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন নেত্রা কুমারন। মহিলা স্কিফ ইভেন্টে প্রথমে ভারত চতুর্থ স্থানে ছিল। পরে চিনের দল ডিসকোয়ালিফাই হওয়ায় হার্বিতা তোমার ও শীতল ভার্মার ভারতীয় জুটি ব্রোঞ্জ পায়। এই সাফল্যের ফলে আপাতত পদক তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারত। ১২টি সোনা-সহ মোট ৭০টি পদক ইতিমধ্যেই এসেছে ভারতের খুলিতে।

চিনকে হারিয়ে ৪৪ বছর পর এশিয়াডে সোনা ভারতীয় মেয়েদের

নয়া জামানা : চক দে ইন্ডিয়া! এশিয়ান গেমসে মহিলাদের হকিতে সোনা ভারতের মেয়েদের। ফাইনালে চিনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ৪৪ পর এশিয়াডে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিল ভারত। ১০ মিনিটে গোল করেন লালরেমসিয়ামি। তবে পেনাল্টি বাঁচিয়ে নায়িকা গোলকিপার সবিতা পুনিয়া। এদিন সব মিলিয়ে ৬টি সোনা এল ভারতের খুলিতে। বিরাট লাফ দিয়ে ভারত উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে। প্রথম কোয়ার্টারেই বাজিমাত করে যায় ভারতের অধিনায়িকা। একের পর এক পেনাল্টি কর্নারে চাপ বাড়ায় চিনের উপর। যার ফল পাওয়া গেল ২০ মিনিটে। লালরেমসিয়ামির গোলে এগিয়ে যায় ভারত। এরপরের কোয়ার্টারগুলোতে অবশ্য পালটা দেওয়ার চেষ্টা করে চিন। পেনাল্টি কর্নার থেকে বল পজেশন সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু অসাধারণ খেলে ভারতীয় রক্ষণ। এর মধ্যে হাফটাইমের ঠিক আগে বাঁদিকে বাঁপিয়ে পেনাল্টি বাঁচান সবিতা। বলা যায়, ওটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ১-০ গোলে জিতে ২০২৮-র লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের জায়গা নিশ্চিত করে নিল ভারতের মহিলা দল। শেষবার ভারতীয় মহিলা দল



এশিয়াডে সোনা জিতেছিল ১৯৮২ সালে। তারপর ১৯৯৮ ও ২০১৮ সালে ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়। এদিন অবশ্য সেই আক্ষেপ ঘুচে গেল। বলা যায়, গোটা দিনটাই ছিল ভারতীয়দের। মাত্র আধঘণ্টায় তিনটে সোনা জিতে নেয়। প্রথমে সোনা পারভিন হুদার। চিনা প্রতিপক্ষকে হারিয়ে তিনি সোনা জিতে নিলেন মহিলাদের ৬৫ কেজি বিভাগে। তারপর অঙ্কুশ পাঞ্জাল। আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে বক্সিংয়ের ৮০ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন। প্রথম কয়েক মিনিটে পিছিয়ে থাকলেও শেষ মুহূর্তে কিস্তিমাত করে কুস্তিতে সোনা পেলেন সুজিত

কালকাল। ১৩তম দিনের শুরুতে প্রথম সোনাটা আসে তিরন্দাজিদের হাত ধরে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা পেরিয়ে কুমকুম অনিল মোহত, অঙ্কিতা ভক্ত এবং কীর্তি শর্মার দল সোনা জেতে। এই প্রথমবার রিকার্ড তিরন্দাজিতে সোনা এল ভারতের ঘরে। এরপর ৭৫ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন লভলিনা বরগোহাঁই। জন্মদিনে এশিয়াডে প্রথমবার সোনা জিতলেন অসমের বক্সার। এছাড়া এদিন ভারতের খুলিতে এসেছে দুটো ব্রোঞ্জ ও দুটো রূপো। ১৬ মিলিয়ে ভারতের খুলিতে এখন ১৬টি সোনা, ২৫টি রূপো ও ৩৫টি ব্রোঞ্জ।

২০২৭ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল আইসিসি

নয়া জামানা : অবশেষে ২০২৭ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল আইসিসি বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবোয়েতে অনুষ্ঠিত হবে ৫৭ ম্যাচের এই টুর্নামেন্ট। আগামী বছর ২ অক্টোবর শুরু হবে বিশ্বকাপ।

ভারত তাদের অভিযান শুরু করবে ৭ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচেই ভারতের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। কেপটাউনের নিউল্যান্ডসের মাঠে রোহিত শর্মাদের মুখোমুখি হবেন কামিন্দার। এরপর মাত্র ২ দিন পরেই অর্থাৎ ১০ অক্টোবর জো বাগের ওয়াডার্স

স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। ভারত রয়েছে গ্রুপ এ-তে। ভারতের সঙ্গে আছে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে, আফগানিস্তান ও কোয়ালিফায়ার ১ দল। ২ অক্টোবর নামিবিয়ায় একটি সুপার সিরিজ দিয়ে বিশ্বকাপের সূচনা হবে।

কলকাতায় ব্রাজিল যুবভারতীতে দ্বৈরথের কাউন্টডাউন

নয়া জামানা : শুরু হয়ে গেল ফুটবল উন্মাদনার কাউন্টডাউন। বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে ব্রাজিলের জাতীয় ফুটবল দল। ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের এক বালক দেখতে বিমানবন্দর থেকে হোটেল; সর্বত্রই ছিল সমর্থকদের উৎসাহ। শনিবার যুবভারতীতে ভারত-ব্রাজিলের ঐতিহাসিক ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৮টা ৩৮ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে ব্রাজিল দলের চার্টার্ড বিমান। বিমানবন্দরে নামার পর যাতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে না হয়, সেই কারণে ইমিগ্রেশনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া আগেই বিমানের ভিতরে সম্পন্ন করা হয়েছিল। এরপর নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দ্রুত বিমানবন্দর ছাড়ে দল। বিমানবন্দরের ভিতরেই ফুটবলারদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল বিশেষ টিম বাস। ভিআইপি গेट ব্যবহার করে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাইপাসের পাশের হোটেলের দিকে রওনা দেয় ব্রাজিল দল। দলের আগমনকে আরও বিশেষ করে তুলতে হলুদ-সবুজের থিমে সাজানো হয়েছিল বাসটি। কলকাতায় পৌঁছানোর পর ব্রাজিল ফুটবলারদের দেখার জন্য হোটেলের সামনে জমায়েত করেন বহু অনুরাগী। সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের জবাবও দেন ফুটবলাররা। হাত নেড়ে তাঁদের অভিবাদন জানান ডন কার্লো এবং দলের সদস্যরা। কয়েকজন সমর্থকের জার্সিতে সই করেন ভিনিসিয়াসও। ভারতের মাটিতে এই প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে চলেছে ব্রাজিলের জাতীয় দল। শুক্রবার থেকেই ম্যাচের



প্রস্তুতিতে আরও গতি আসবে। সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ব্রাজিল কোচ ডন কার্লোর। এরপর বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করবে ব্রাজিল দল। ম্যাচের আগে নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের আধিকারিকদের একটি দলও কলকাতায় উপস্থিত রয়েছে। শনিবার খালিদ জামিলের ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ব্রাজিল। ম্যাচটির গুরুত্ব এবং দুই দলের জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই একাধিকবার যুবভারতী পরিদর্শন করেছেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। ম্যাচের দিন দর্শকদের প্রবেশ নিয়েও বেশ কিছু নিয়ম জানানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে দর্শকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাঠে ঢুকে পড়ার আবেদন জানানো হয়েছে। ভিড এড়াতে বিকেল ৫টার মধ্যেই স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে আতশবাজি, স্মোক ক্যান্ডেল, লাইটার কিংবা সিগারেটের মতো

দাহ্য বস্তু নিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশ করা যাবে না। লেজার লাইটের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকে জল বা খাবার নিয়ে মাঠে ঢোকার অনুমতিও থাকছে না। ব্যানার এবং পোস্টারও সঙ্গে নেওয়া যাবে না। তবে দর্শকদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি গ্যালারিতে জল ও খাবারের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। স্টেডিয়ামে গাড়ি নিয়ে আসা দর্শকদের জন্য আলাদা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও ধরনের ধারালো অস্ত্র, নিষিদ্ধ সামগ্রী, মাদক বা অ্যালকোহল নিয়েও প্রবেশ করা যাবে না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা মসৃণ রাখতে দর্শকদের পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে। যুবভারতীতে ঢোকার মুখে তিন ধাপে নিরাপত্তা তল্লাশি হবে। একইভাবে দর্শকদের ডিজিটাল টিকিটও একাধিক পর্যায়ে যাচাই করা হবে। এখন অপেক্ষা শনিবারের সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যার, যখন যুবভারতীর সবুজ গালিচায় ভারতীয় দলের সামনে দেখা যাবে ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের ব্রাজিলকে।

গৌহাটিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ সফল, সকলকে ধন্যবাদ এসিএ-র

নয়া জামানা : বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম (এসিএ স্টেডিয়াম)-এ ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ সফলভাবে আয়োজন করল আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ)। আন্তর্জাতিক এই ম্যাচের নির্বিঘ্ন আয়োজনকে আসামের ক্রিকেট মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে এসিএ। সংস্থার সভাপতি তরঙ্গ গগৈ এবং সম্পাদক সনাতন দাস আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বিসিসিআই-এর সম্পাদক দেবজিত সাইকিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বমানের ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনে তাঁদের সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার কথাও উল্লেখ করেন তাঁরা। তরঙ্গ গগৈ বলেন, আসামকে ক্রিকেটের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও বিসিসিআই সম্পাদকের



দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, সনাতন দাস বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ম্যাচটি সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। মার্চকর্মী, ক্রিকেটপ্রেমী এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন তিনি। ম্যাচটি নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আসাম সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি ও দিকনির্দেশনার কথাও উল্লেখ করেন তাঁরা। তরঙ্গ গগৈ বলেন, আসামকে ক্রিকেটের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও বিসিসিআই সম্পাদকের

লিমিটেড, গণপূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা, জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-সহ বিপার্য আড়ালের কাজ করা সকল সংস্থার সমন্বয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের পিচ ও আউটফিল্ড প্রস্তুত রাখার জন্য গ্রাউন্ড স্টাফদের কঠোর পরিশ্রমেরও স্বীকৃতি দিয়েছে এসিএ। ম্যাচে ৩০,৩৭৯ জন দর্শকের উপস্থিতি গ্যালারিতে উৎসবের আবহ তৈরি করে। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্যও ক্রিকেটপ্রেমীদের ধন্যবাদ জানিয়েছে সংস্থা।